যুগান্তর

তারিখ … 2.IIII.2003 …
পৃষ্ঠা … ৪ … কলাম … ৪

সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট

চলতি বৎসর ১ হাজার শিক্ষক অবসরে চলিয়া গেলে সরকারি কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষক সংকট চরমে পৌঁছাইবে। দেশের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বরাদ্দ শিক্ষকের পদের সংখ্যা সাড়ে ১২ হাজার। কর্মরত ৮ হাজার ৪০০ জনের মধ্যে ১ হাজার শিক্ষক অবসরে গেলে সংখ্যাটি দাঁড়াইবে সাড়ে ৭ হাজারে। এমতাবস্থায় ৩১৭টি স্কুল ও ২১১টি কলেজে এই শিক্ষক সংকট যে তীব্র হইয়া উঠিবে, উহা বলাই বাহুল্য। শিক্ষক সংকটের কারণে প্রায়শই ক্লাস লওয়া হয় না এইরূপ স্কুল-কলেজের সংখ্যা নেহায়েত কম নহে। খুঁজিলে দেখা যাইবে প্রায় প্রত্যেক কলেজেই কোন না কোন বিষয়ের শিক্ষকের পদ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া। অথচ ঐ সকল শূন্যপদে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব যতটা, তাহার চাইতে কোন অংশেই কম নহে পাবলিক সার্ভিস কমিশনেরও। কারণ, সরকারি কলেজগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের সার্বিক এখতিয়ার পিএসসির। এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গড়িমসি, সময়ক্ষেপণ করে ইহাই সাধারণ মানুষের ধারণা। ২০তম বিসিএস পরীক্ষার পর দীর্ঘ বিরতি দিয়া ২১তম, ২২তম ও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য বিশেষ ২৩তম পরীক্ষা লইতে তিন/চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ২২তম বিসিএসে মাত্র ২৯৭ জন শিক্ষক নিয়োগ পাইয়াছেন। ২৩তম বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে ১ হাজার ৩০০ জন নির্বাচন করা হইয়াছে। ৫ হাজার শূন্যপদের বিপরীতে উল্লিখিত নিয়োগ সংখ্যা কি নগণ্য নয়? বিষয়টি লইয়া শিক্ষামন্ত্রী উদ্বিগ্ন হইয়া শিক্ষা ক্যাডারের জন্য একটি বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব দিলেও উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে পিএসসি। সরকার প্রধান এবং শিক্ষামন্ত্রীর সদিচ্ছা থাকিলেও পিএসসি কেন শিক্ষকের পদ পূরণে গড়িমসি অথবা কালক্ষেপণ করিতেছে, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। পিএসসি পরিচালিত সাধারণ বিসিএস পরীক্ষা যদি শিক্ষক নিয়োগের একমাত্র পন্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ 'জরুরি' ভিত্তিতে হইবে না, উহাই প্রধান অন্তরায় হইয়া থাকিবে। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য যদি বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা গৃহীত হইতে পারে, তাহা হইলে শূন্যপদ পূরণের স্বার্থে বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা গ্রহণে বাধা কোথায় তাহা আমাদের মাথায় ঢোকে না। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদে সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু উহাকে ফলবান হইতে দেয় নাই পিএসসি। বিভিন্ন সাবজেক্টের ৫ সহস্র শিক্ষক নিয়োগ একটি বা দুইটি বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব নহে। পিএসসির এই শৈথিল্য অথবা উদ্যোগহীনতার পিছনে কি মনোভাব কাজ করিতেছে, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে শিক্ষক স্বল্পতা ও শিক্ষকহীনতার দরুন যে কলেজের শিক্ষা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইবে। দিনকয়েক পূর্বে প্রকাশিত স্নাতকের ফল বিপর্যয় সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, কলেজগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক নাই। তাই শিক্ষার মানও নিম্নগামী হইতেছে। মাত্র ২৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করিয়াছে, যাহা ডিগ্রি পরীক্ষার জন্য একটি খারাপ নজির। সরকারি কলেজগুলিতে শিক্ষক স্বল্পতা বা সংকট গুরুতর রূপ ধারণ করিয়াছে। ২৪তম বিসিএস পরীক্ষায় যদি ৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়, তবে এই সংকটের সুরাহা হইতে পারে। কিন্তু একটি পরীক্ষা হইতে কি এত শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হইবে, না উচিত হইবে? জাতির মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, নূতন শতাব্দীর নূতন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করিতে হইলে ইহা ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই। এই লক্ষ্য পূরণ করিতে হইলে সরকারি কলেজের শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ অপরিহার্য।